আয়ুর্বেদ জগতের পথিকৃত

সাধনা ঔষধালয়ের ঐতিহাময় ইতিহাস প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম. এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ সি এস (লন্ডন), এম সি এস (আমেরিকা)-র জীবনব্যাপী কর্মসাধনার ক্রমবিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মেধাবী ছাত্র শ্রী ঘোষ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় একটি আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাচীন শাস্ত্রের নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রতিফলিত করে আয়ুর্বেদীয় ঔষধপত্র তৈরীর কাজ আরম্ভ করেন। সেই কর্মপ্রচেষ্টার বীজ আজ এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে সাধনা ঔষধালয় বহু বৎসর ধরে দেশে অগণিত শাখায় মাধ্যমে জনগণের সেবায় নিবেদিত।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে প্রত্যেক অসুখের জন্য নির্দিষ্ট ঔষধের বর্ণনা আমাদের প্রাচীন সংহিতায় পাওয়া যায়। এইসব ঔষধ সেবনে কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না।

আপনার রোগের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে আমাদের চিঠি লিখুন। আশাকরি আমরা আপনার কষ্ট লাঘব এবং নিরাময়ে সাহায্য করতে পারবো।

মৃতসঞ্জীবনী
ও
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে

সকলপ্রকার দুর্বলতায়, অবসন্নতায়, রক্তহীনতায়, কঠিন রোগভোগের পর ও মেয়েদের প্রসবান্তে অমৃতের মত কাজ করে এমন দৃষ্টি অসাধারণ শক্তিশালী আয়ুর্বেদীয় রসায়ন।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

দেশের সর্বত্র শাখা

প্রধান কার্যালয় ঃ ২০৬, বিধান সরণি, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ছুটি কাটাতে বাইরে যাবেন? কি করে?

ছুটিতে দেখবার মত বেড়বার মত পশ্চিমবঙ্গে কত জায়গাই তো আছে। রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্হা দূর পাল্লা বাস – সার্ভিসের মধ্য দিয়ে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্য স্হানগুলিতে নিয়মিত যাতায়াতের ব্যবস্হা রেখেছে অল্প সময়ে ও কম খরচে।

"বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, চিত্তরঞ্জন, পুরুলিয়া দীঘা, ডায়মন্ডহারবার, হলদিয়া, ঝাড়গ্রাম জয়রামবাটী, কেওনঝড়, কাকদ্বীপ, কামারপুকুর, নামখানা, পলাশী, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, রামপুরহাট, নবদ্বীপ, রায়দীঘি, রায়চক্, বক্রেশ্বর, তারাপীঠ, শান্তিনিকেতন, রাঁচী, সাঁওতালডিহি। বাসন্তী, কৃষ্ণনগর ফরাক্কা।

এসব জায়গায় এবং আরও অন্যান্য জায়গায় আমাদের নিয়মিত দূরপাল্লার সার্ভিস চালু আছে।

টিকিট প্রাপ্তিস্হান ঃ– দূরপাল্লার বাস স্টেশন।

এসপ্ল্যানেড্ - ফোন নং - ২৩-১৯১৬
উল্টোডাঙ্গা - ফোন নং - ৩৫-৪৭৬৬

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্হা,

৪৫ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০১৩।

মে দিবস
সকল শ্রমজীবী
মানুষের প্রতি
আমাদের সংগ্রামী
অভিনন্দন
তন্তুজ
বাংলার তাঁতের কাপড়
ABC/T

সুস্থভাবে বাঁচতে হলে বনসৃজন ও বনরক্ষায় এগিয়ে আসুন

পরিবেশের সুস্থতা ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার সংগ্রাম মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। পরিবেশ উন্নয়নের আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করুন, গাছ লাগান – গাছ বাঁচান। যারা বনকে ধ্বংস করছে, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। খরা, বন্যা রুখতে, জমির উর্বরতা বাড়াতে পাহাড়ী অঞ্চলে ধ্বস বন্ধ করতে অব্যবহৃত জমিতে বেশী করে গাছ লাগান। নিজের ও দেশের সম্পদ বাড়ান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ২১৩২/৮৬

"আমি পৃথিবীর কবি...

"....আমি এসেছি এই পৃথিবীর তীর্থে, আমার পথ আমার তীর্থ দেবতার বেদীর কাছে। মানুষের দেবতাকে স্বীকার করে এবং প্রণাম করে যাব, আমার জীবনদেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েছেন। যখন আমি সেই দেবতার নির্মাল্য ললাটে প'রে যাই তখন সব জাতের লোকই আমাকে ডেকে আসন দেয়, আমার কথা মন দিয়ে শোনে। যখন ভারতবর্ষীয়ের মুখোস পরে দাঁড়াই তখন বাধা বিস্তর। যখন আমাকে ওরা মানুষরূপে দেখে তখনই ওরা আমাকে ভারতবর্ষীয়রূপেই শ্রদ্ধা করে, যখন নিছক ভারতবর্ষীয়রূপে দেখা দিতে চাই তখন ওরা আমাকে মানুষরূপে সমাদর করতে পারে না। ....আমার পৃথিবীর মেয়াদ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে, অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।"

(৪ অক্টোবর, ১৯৩০, রাশিয়ার চিঠি)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্ম জয়ন্তীতে আমাদের

শ্রদ্ধার্ঘ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

IPB/ICA/88

আগুন থেকে দুর্ঘটনা সহজেই এড়ানো যায়

অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা বর্তমানে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কিন্তু সামান্য কয়েকটি সহজ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে অগ্নিজনিত দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।

কোমর সমান উঁচু কোনো দৃঢ় পাটাতনের ওপর স্টোভ বসাবেন এবং রান্না করবার সময়ে সিন্থেটিক শাড়ি ব্যবহার করবেন না। শাড়ির ওপরে সূতির আবরক পরিচ্ছদ পরলে ভাল হয়। চুল শক্তভাবে খোঁপা করে বেঁধে রাখা ভাল। কেরোসিন ইত্যাদি সহজদাহ্য পদার্থ জ্বলন্ত স্টোভের কাছে রাখবেন না এবং স্টোভ জ্বলাকালিন তাতে কেরোসিন ঢালবেন না। রান্না করার সময় শিশুদের রান্নাঘর থেকে দূরে রাখুন এবং এসময় অন্য কোনোদিকে মনোযোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ব্যবহার করার সময় জ্বলন্ত স্টোভের পলতে বেশি বাড়িয়ে রাখবেন না এবং নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পলতের চারদিকে যে সচ্ছিদ্র যন্ত্রাংশটি থাকে, সেটি পরীক্ষা করবেন। এটিতে গোলযোগ থাকলে সমস্ত স্টোভ অকস্মাৎ জ্বলে উঠতে পারে। ফুঁ দিয়ে স্টোভ নেভাবেন না, পলতে ধীরে ধীরে নামিয়ে নেভান। দমকা হাওয়া থেকে স্টোভ দূরে রাখুন এবং সম্ভাব্য অগ্নিকাণ্ডের মোকাবিলা করবার জন্য বালতিভরা বালি হাতের কাছে রাখুন। অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির গায়ে জল ঢেলে আগুন নেভাবেন না বরং মোটা কম্বল দিয়ে জড়িয়ে আগুন নেভান এবং ওই অবস্থাতেই দগ্ধ ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ২১৩৩/৮৬

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর

বঙ্গলক্ষ্মী

মাসিক লটারী

প্রথম পুরস্কার **৫ লাখ** টাকা

টিকিট ২. টাকা

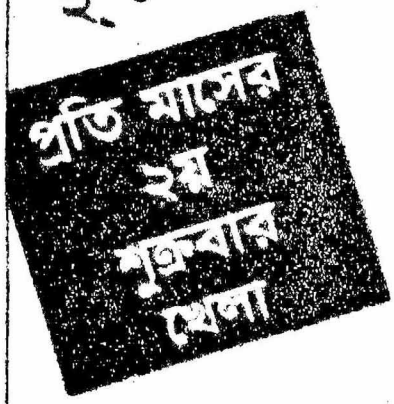

প্রতি মাসের ২য় শুক্রবার খেলা

দ্বিতীয় পুরস্কার (৫) প্রতিটি ৫০,০০০ টাকা
প্রতি সিরিজে একটি

তৃতীয় পুরস্কার (৬০) প্রতিটি ১০,০০০ টাকা
চতুর্থ পুরস্কার (৩০) প্রতিটি ১০০০ টাকা
পঞ্চম পুরস্কার (৩০০) প্রতিটি ৫০০ টাকা
ষষ্ঠ পুরস্কার (৩০০০) প্রতিটি ৫০ টাকা
সপ্তম পুরস্কার (৩০০০) প্রতিটি ২০ টাকা
অষ্টম পুরস্কার (৩০,০০০) প্রতিটি ১০ টাকা

এছাড়াও এজেন্ট ও বিক্রেতাদের জন্য আকর্ষণীয় কমিশন ও হাজার হাজার পুরস্কার (বোনাস)

বিশদ বিবরণের জন্য ▶ **অধিকর্তা, রাজ্য লটারী**
৬৯, গণেশচন্দ্র এ্যাভেন্যু কলিকাতা - ৭০০০১৩

পশ্চিমবঙ্গকে জানুন
শৈল শিখর থেকে সাগর
সৈকতে পশ্চিমবঙ্গেই ছুটি কাটান

হিমালয়ের হিমেল সৌন্দর্য থেকে সমুদ্রের কলতান।
পশ্চিমবঙ্গে ছুটির দিনগুলি সত্যিই পরম রমণীয় হয়ে উঠতে পারে।
আসুন, কটা দিন আনন্দ আর আয়েশে ভরিয়ে তুলুন।

হিমালয়ের কোলে

পরম প্রশান্তি, নানান রঙের ফুল, অর্কিড আর ক্যাকটাসে সমৃদ্ধ কালিম্পঙ সারা বছরই ঠান্ডা, নির্জন আর প্রগাঢ় শান্তিতে ঘেরা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের খুবই প্রিয় জায়গা ছিল এই কালিম্পঙ। এখানকার 'ডেলো পিকে' দাঁড়িয়ে নিসর্গ শোভা দেখা কিংবা কাছাকাছি লাভা ও লোহলগাঁও ফরেস্ট বাংলোয় রাত্রিযাপন এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

দার্জিলিঙ – ১৫০ বছরের এই শৈলনগরী আজও সবার সেরা। সমুদ্র থেকে ২১৩৪ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই শহর থেকে আপনি দেখতে পাবেন কাঞ্চনজঙ্ঘা সহ হিমালয়ের বেশ কিছু তুষারমৌলী শৃঙ্গের অপরূপ দৃশ্য -- যা অন্য কোথাও একান্তই বিরল।

মিরিক – পশ্চিমবঙ্গের আধুনিকতম শৈলনিবাস। কমলালেবুর বাগান নানান বুনো ফুল আর ঘন সবুজের অপরূপ সমারোহে চোখ জুড়িয়ে যাবে। তাছাড়া সুবিশাল লেকের ধার দিয়ে ঘুরে বেড়ানো কিংবা নৌকায় জলবিহার এক পরম রমণীয় অভিজ্ঞতা।

অথবা সূর্যস্নাত সাগর তীরে

আপনার ছুটির আনন্দ পূর্ণ করতে রয়েছে দীঘা। পশ্চিমবঙ্গের সেরা সমুদ্র সৈকত। বিস্তীর্ণ সোনালী বালুকা বেলা, ঝাউবন, বালির পাহাড় আর অসংখ্য গাঙচিলের হাতছানির মাঝে দীঘার শান্ত সমুদ্রের কলধ্বনি এক অপরূপ মাধুর্য বয়ে আনে। কাছেই আছে জুনপুট। ধূ-ধূ নীল সমুদ্র, খোলা আকাশ আর নির্জনতা, ক্লান্ত মন নিমেষে চাঙ্গা করে তোলে।

দূরত্ব: দার্জিলিং – সড়কপথে ৬৬৪ কিমি এবং কলকাতা থেকে বাগডোগরা পর্যন্ত (৯১ কিমি) ৫০ মিনিট। কালিম্পঙ-দার্জিলিঙ থেকে ৫১ কিমি; মিরিক-দার্জিলিঙ থেকে ৪৯ কিমি। দীঘা – কলকাতা থেকে ১৯৭ কিমি। জুনপুট – দীঘা থেকে ৩০ কিমি।

থাকবার জায়গা: সব জায়গাতেই আছে টুরিস্ট লজ। কটেজ – খাওয়া-দাওয়ার ভালো ব্যবস্থা। বিলাসবহুল ব্যবস্থা ছাড়াও আছে কম খরচে থাকার বন্দোবস্ত।

বিশদ বিবরণ ও বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন:
টুরিস্ট ব্যুরো এবং রিজার্ভেশন কাউন্টার,
টুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
৩।২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ইস্ট) কলিকাতা-৭০০০০১
ফোন: ২৩-৮২৭১, গ্রাম: কবিম ম্যানসন, ৭৮৭, আন্নাসালাই,
মদ্রাজ – ৬০০০০২, ফোন: ৮৭৬১২

নেহরু রোড দার্জিলিং,
ফোন: ২০৫০, গ্রাম
হিলকার্ট রোড শিলিগুড়ি,
ফোন: ২০৫০,
ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনফরমেশন ব্যুরো,
এ।২, স্টেট বাবা খরগ সিং মার্গ,
নিউদিল্লী, এম্পোরিয়া-১১০০০১, ফোন: ৩২৩৮৪০

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ২১৩৮/৮৬

জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করুন

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য। বর্তমান ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে এই চিরায়ত সন্ধান এক নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। বিভিন্ন ভাষা, জাতি এবং বিবিধ সংস্কৃতির মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ়তর করাই আজকের সবচেয়ে বড় কাজ। দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মৌল নীতিকে রক্ষা করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের সকলকেই সচেষ্ট হতে হবে।

ক্ষমতার অতিকেন্দ্রীয়করণের প্রবণতা যাতে বৃদ্ধি না পায় তার জন্য সতর্ক থাকতে হবে আমাদেরই। আসুন সবাই এক হয়ে আমরা দেশের একতা ও সংহতিকে সুদৃঢ় করার কাজে ব্রতী হই।

২৬ জানুয়ারি, ১৯৮৬

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ২১৩৭/৮৬

।।আপনার পারিবারিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন।।

পরিবারের প্রত্যেকটি বিবাহ অবশ্যই রেজিস্ট্রী করান দরকার। কারণ অধুনা ব্যবহারিক জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বিবাহের প্রমাণপত্র একান্ত প্রয়োজন।

আপনাকে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন কিভাবে সাহায্য করিতে পারে তাহা দেখুন :-

(১) বর্তমান দুর্মূল্যের দিনে রেজিস্ট্রী বিবাহে খরচ অতি সামান্য।

(২) ইহা জঘন্য পণ-প্রথা নিবারণে সাহায্য করে।

(৩) সম্পত্তি সংক্রান্ত বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য দাবী নিষ্পত্তিকরণে বিবাহ সার্টিফিকেট এক অতি মূল্যবান দলিল।

(৪) খোরপোশের দাবী, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের টাকা, ব্যাঙ্ক/ইন্সিওরেন্স/প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভৃতি ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্য টাকা তোলার ব্যাপারে বিবাহ সার্টিফিকেট আপনার বিশেষ প্রয়োজন।

(৫) পাসপোর্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(৬) বহুবিবাহ এবং শিশু-বিবাহের মত প্রাচীন সামাজিক কু-প্রথা দূরীকরণে রেজিস্ট্রী বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম।

(৭) রেজিস্ট্রী বিবাহ দাম্পত্য জীবনে অধিক নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়।

এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণের জন্য নিকটস্থ সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে অথবা কলিকাতায় মহাকরণের ৫নং ব্লকের নীচতলায়, রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ্ বার্থস ডেথস্ এ্যান্ড ম্যারেজেসের অফিসে যোগাযোগ করুন।

।।পশ্চিমবঙ্গ সরকার।।

আই সি এ ২১৩৬/৮৬

আজ ঐতিহাসিক মে দিবসের শতবর্ষ

Attention Workingmen!

MASS-MEETING

Achtung, Arbeiter!

পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী অভিনন্দন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Rs Three Only

Editor : SAROJ MUKHOPADHAYA
Office : Muzaffar Ahmad Bhaban, 31, Alimuddin Street, Calcutta-16